Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ আগস্ট, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ৭ আগস্ট, ২০১৭, সোমবার, ২১ শ্রাবণ, ১৪২৪

ইস্পাতনগরীতে জমি-মাফিয়াদের আগ্রাসী থাবা

দুর্গাপুরের মানুষ চাইছেন উন্নয়নের স্বার্থে বামফ্রন্ট ফিরে আসুক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শাসক দলের মদতে জমি-মাফিয়াদের থাবায় জৌলুষ হারাচ্ছে একদা সাজানো গোছানো ইস্পাতনগরী- এই অভিযোগের কথা উড়ে বেড়াচ্ছে এখানকার আকাশে বাতাসে। ইস্পাত কর্তৃপক্ষ তাদের খালি জায়গা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে লোক দেখানো হাস্যকর দায়সারা কাজ করলেও অভিযোগ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে অবৈধ নির্মাণ। সেখানকার অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ও অবৈধ জলের ব্যবহারের দায় বইতে হচ্ছে ইস্পাতনগরীর সাধারণ মানুষকে। তৃণমূলের শাসন যে গরিব মানুষের স্বার্থে নয়, হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন দুর্গাপুরের মানুষ। তৃণমূল বোর্ডের ধারাবাহিক বঞ্চনার শিকার হয়েছেন দুর্গাপুরের সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বস্তি ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে উন্নয়ন শিকেয় উঠেছে।

শোভাপুর, বিজড়া, মহুয়াবাগান, হাজরা পাড়া ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে গঠিত দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর কৃষি প্রধান ২নং ওয়ার্ড। এখানকার অধিবাসীরা বিগত বামফ্রন্টের সময়ে উন্নয়নের যে স্বাদ পেয়েছিলেন, বামফ্রন্ট পরিচালিত

তৎকালীন পৌর বোর্ড এই অঞ্চলের রাস্তাঘাটে যেভাবে উন্নয়ন ঘটিয়েছিল তা ভুলতে পারেননি। সেচের জন্য তৈরি হয়েছিল বক্সীর বাঁধ। আজও সেভাবেই টিঁকে রয়েছে। শুধু সংস্কারের অভাবে বাঁধের অবস্থা বেহাল। রাস্তাঘাট যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মেরামত হয়নি। তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের সময়ে নতুন রাস্তাঘাট তৈরি একেবারেই হয়নি। আই কিউ সিটি প্রকল্পে চলছে তৃণমূল নেতাদের চূড়ান্ত দলবাজি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ শুধুমাত্র বামফ্রন্টের সমর্থক হওয়ার কারণে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও আই কিউ সিটি প্রকল্পের কাজ থেকে অনেকেই কাজ হারিয়েছেন। এই অবস্থায় এলাকার অধিবাসীদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে সামাল দিতে ব্যর্থ তৃণমূল প্রশাসন আসন্ন পৌর ভোটে সন্ত্রাসের রাস্তা বেছে নিয়েছে বলে সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দের অভিযোগ। স্থানীয় মহুয়াবাগান বস্তিতে নিজের বাড়ির সামনে লাল ঝাণ্ডা লাগানোর জন্য হেরল বাউরি ও তাঁর বাবা গোপাল বাউরি শাসক তৃণমূল দলের দুষ্কৃতীদের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছেন। এই ঘটনায় তৃণমূল সমর্থকরাও লজ্জায় অধোবদন হয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। ২নং ওয়ার্ডে তাই দেখা গেল সমস্ত হুমকি হামলাকে উপেক্ষা করে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী মনিরুল মিদ্যার

—এরপর চারের পাতায়

মুজফ্‌ফর আহমদের জন্মদিবস পালন

এবছরের ৫ আগস্ট ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত মুজফ্‌ফর আহমদের ১২৯তম জন্মদিন। ১৮৮৯ সালের এই দিনে সন্দীপের মুসাপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। দ্বীপটি বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায়। ১৯২০ সাল থেকেই রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবে তিনি সাম্যবাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। একটা সময়ে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকশিত হয় সাম্যবাদী ভাবধারায়। মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন। আমৃত্যু মুজফ্‌ফর আহমদ কমিউনিস্ট আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে গেছেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর কলকাতায় তিনি প্রয়াত হন।

আবার এই দিনটি হরেকৃষ্ণ কোঙারেরও জন্মদিন। ১৯১৫ সালে বর্ধমানে তাঁর জন্ম। কিশোর বয়স থেকেই পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। যৌবনেই আন্দামানে রাজবন্দী হিসাবে দ্বীপান্তরিত হন। ওখান থেকে ফিরেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভূমি এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সারা ভারতে পরিচিত করে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে, বলা যায় কৃষক আন্দোলনে তাঁর অবদান অপরিসীম। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিরূপে তাঁর শ্লোগান 'বেনাম জমি দখল' তাঁকে কৃষক আন্দোলনকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। ১৯৭৪ সালে তিনি প্রয়াত হন।

কাকাবাবু ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মদিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ আগস্ট : সমগ্র জেলার সাথে কাকাবাবু ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মদিনে কালনা শহরের তিনটি জায়গায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কালনা সিপিআই(এম) এরিয়া কমিটির সভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে অষ্টগরিয়ায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন তাপস চ্যাটার্জি। কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বীরেন ঘোষ। প্রতিটি সভায় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

রানিগঞ্জে বিকাশ চৌধুরীকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১ আগস্ট : সিপিআই(এম) রানিগঞ্জ এরিয়া সাংগঠনিক কমিটির পক্ষে গির্জাপাড়া শহিদ স্মৃতি ভবনে শ্রমিক নেতা বিকাশ চৌধুরীর ত্রয়োদশ প্রয়াণ দিবসে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। স্মৃতিচারণা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য বংশগোপাল চৌধুরী, শ্রমিক নেতা বিবেক চৌধুরী ও বিধায়ক রুনু দত্ত। সভা পরিচালনা করেন অনুপ মিত্র। বক্তারা বলেন, ১৯৩১ সালে বিকাশ চৌধুরী বিহারের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বেঙ্গল পেপার মিলে কর্মসূত্রে তিনি রানিগঞ্জে আসেন। এখানকার শ্রমিক আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। শ্রমিক ও

—এরপর চারের পাতায়

হিরোসিমা দিবসে যুবদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৬ আগস্ট : হিরোসিমা দিবসে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পূর্বস্থলী ২নং লোকাল কমিটির সদস্যরা রক্ত দান করলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরমাণু অস্ত্রে নিহত শহিদদের স্মরণে মাজিদা গ্রামে রক্তদান শিবিরটির আয়োজন করা হয়। প্রথমে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিট সভাপতি জুম্বা শেখ। শহিদবেদীতে মাল্যদানের পর রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সংগঠনের স্থানীয় সম্পাদক বিন কাশিম শেখ। প্রায় ২০০ জন যুব সদস্য রক্তদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও এদিন ২০ জন মহিলা সদস্য

সহ মোট ৮২ জন যুব সদস্য রক্তদান করবার সুযোগ পান। রক্ত সংগ্রহ করা হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে। তাঁরা জানান, ৮২ জনের বেশি মানুষের রক্ত তারা সংগ্রহ করতে পারবেন না। এছাড়া এদিন স্থানীয় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা মনোরঞ্জন নাথ, কৃষকসভার নেতা আইনবি শেখ প্রমুখ।

খেতমজুরদের আন্দোলনের জয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৬ আগস্ট : অবশেষে লড়াকু খেতমজুরদের কাছে হার মানল শাসকদলের মালিক পক্ষ। টানা ১২ দিন খেতমজুর ধর্মঘটের পর ১৫০ টাকা ও ২ কেজি চাল মজুরি দেওয়ার কথা মেনে নিলেন বর্ধমান-২ ব্লকের বেগুট ও যোধপুরের মালিকরা। এই দুই গ্রামে যে সমস্ত কৃষক মেনে নিয়েছেন তাঁদের কাজ করছেন ক্ষেতমজুররা।

এই খেতমজুর আন্দোলন ভাঙতে সরাসরি রাস্তায় নামে তৃণমূল এবং পুলিশ বাহিনী। রাস্তা অবরোধও হয়। শাসকদলের বিধায়ক নিশীথ মালিক পাল্টা অবরোধ করে ঘোষণা করে ১৩০ টাকা মজুরি ও ২ কেজি চাল দেওয়া হবে। এখানেই থেমে থাকেনি বিধায়ক। হুমকি দেওয়া হয় যাঁরা এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে। পাল্টা খেতমজুররা অনড় ১৭০ টাকা এবং ২ কেজি চাল অথবা সরকার নির্ধারিত ২২৯ টাকা দিতে হবে দাবিতে। খেতমজুররা এই দাবিতেও অনড় থাকে একজনকে গ্রেপ্তার করলে সমস্ত গরিব মানুষ থানায় যাবে। এতে পুলিশ পিছু হটে। ঘোষণা করা হয় ৩ আগস্ট বিডিও অফিসে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হবে। এদিকে খেতমজুর সংগঠনের নেতা জহর দত্ত ও কল্যাণ হাজরা ঘোষণা করেন দাবি না মানলে ধর্মঘট চলবে। ২ আগস্ট বেগুট গ্রামে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে বিশাল মিছিল করে খেতমজুররা। পরিবারের মহিলা, ছেলেরা সবাই বের হন। পুতুণ্ডা গ্রামেও ৪ আগস্ট বিশাল মিছিল শুরু হয়। বেগুট ও যোধপুর গ্রামে কিছু চাষি মেনে নিলেও দাবিতে সবাই এককাট্টা। তৃণমূলের স্বরূপ গরিব মানুষ ধরতে পেরেছে।

অপু-দুর্গার কু-ঝিক-ঝিক ইতিহাসের পাতায়

কিশোর মাকর

আগামী ১৫ আগস্ট দেশের ৭১তম স্বাধীনতা দিবস। দেশবাসীর সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষও স্বাধীনতা দিবস পালন করবেন মহা সমারোহে। এবার ওইদিনে নতুন এক স্বাধীনতার স্বাদ পাবে বর্ধমান-কাটোয়া রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং বর্ধমান-কাটোয়া নিত্যযাত্রীরা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১০০ বছরের চলমান একটি ইতিহাস পরিবর্তনের শেষ পেরেক পোঁতা হতে চলেছে। সেই কু-ঝিক-ঝিক শব্দ, কাঠের বগি, ঘন্টায় ১০ কিমি বেগে গতি। তারপরও বলগোনা থেকে কাটোয়া সেই কু ঝিক ঝিক ট্রেন। অবসান ঘটেছে ২০১২ সালের ২৮ জুলাই বর্ধমান-বলগোনা ব্রডগেজ চালু করে।

তবুও সেই কু-ঝিক-ঝিক থেকে যায় বর্ধমান-বলগোনা। এবার ব্রডগেজ চালু হচ্ছে বর্ধমান-কাটোয়া ৫৬ কিমি রেলপথে। সেইসঙ্গে দূর হবে বড় কষ্টের রেল অর্থাৎ বি.কে.আর কথাটি। এখনও অনেক গ্রাম পুরোপুরি নির্ভর এই রেলের উপর। সাঁওতার তুষার কোঙার জানালেন, এই রেল আমাদের কাছে দ্বিতীয় স্বাধীনতা পাওয়া। বর্ধমান-কাটোয়ার মাঝখানে আমাদের গ্রাম। যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অনেকেই গ্রাম ছেড়েছে। ভাতাড়ের সাংবাদিক বিশ্বজিৎ, ওষুধের ব্যবসাদার সঞ্জয় ঘোষ দীর্ঘ কুড়ি বছর যাতায়াত করেন এই রেলপথে। কম খরচে বর্ধমান আসার জন্য এই রেলই তাদের একমাত্র ভরসা। নিত্যযাত্রী বলগনার নিত্যানন্দ চৌধুরী তাই খুশিতে ডগমগ।

রেলসূত্রে জানা গেছে— ৫৬ কিমি রাস্তা মাত্র ১ ঘন্টা দশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যাবে বর্ধমান থেকে কাটোয়া।

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৭

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।
প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে
সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি
নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।
অর্ডার পাঠান ৩১ আগস্ট-এর মধ্যে

আমাদের mail id :
weeklynatunchithi@gmail.co,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

৭ আগস্ট, ২০১৭

সর্বনাশা নীতি

দেশের চার শীর্ষপদে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের বসিয়ে লোকসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার পরে এবার রাজ্যে রাজ্যে সংসদীয় ক্ষেত্র দখলের অভিযানে নামছে বিজেপি। শুধু রাজনৈতিকভাবে বিজেপিই নয় সঙ্ঘের তৎপরতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্য 'হিন্দু রাষ্ট্র' তৈরি করা। এই লক্ষ্যে বিজেপি প্রধান শক্তি নয় এমন রাজ্য থেকে মন্ত্রী করার দিকে জোর পরবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। এক্ষেত্রে তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা ও সাতটি উত্তর-পূর্বের রাজ্য থেকে আগামী দু'বছরের জন্য মন্ত্রী করা হতে পারে। 'এক মেরুর' মানচিত্র চান মোদী। এটাই তাঁর 'আচ্ছে দিন!' সেন্টার ফর মনিটরিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি জানাচ্ছে গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে দেশে নতুন করে কাজ হারিয়েছেন ৭০ লক্ষ মানুষ। উপার্জনহীন মানুষের সংখ্যা এদেশে ক্রমবর্ধমান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গতবছরের সেপ্টেম্বরের তথ্য, জি- ৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বেকারি বৃদ্ধির হার সবচাইতে বেশি ছিল ইতালিতে। সেখানে বেকারি বৃদ্ধির হার ১১.৪ শতাংশ। এরপর রয়েছে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান। চলতি বছরের হিসাবে এদেশেও বেকারি বৃদ্ধির হার ৪.৯ শতাংশ। ভোটের আগে বিস্তর প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়েছিলেন মোদী। এখন প্রশ্ন উঠছে একদা যে ধনী দেশগুলির শ্রীবৃদ্ধি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে সে দেশের সরকার যে নীতির পথে পা বাড়িয়েছিল সেই নীতি যখন মুখ থুবড়ে পড়েছে, তখন কেন সেই সর্বনাশা নীতি আঁকড়ে চলতে চাইছে এদেশের মোদীর সরকার? ভারত শেষকালে মুখ থুবড়ে পড়বে না তো?

শহিদ স্মরণ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ আগস্ট : পতাকা উত্তোলন, শহিদবেদীতে মাল্যদান, বাম আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হল শহিদ পিনাকী চক্রবর্তীকে। ১৯৭১ সালের এই দিনে টিউশনি পড়ে বাড়ি ফেরার সময় কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হাতে কালনা শহরের গোপাল বাড়ির কাছে মেধাবী ছাত্র পিনাকী চক্রবর্তী আক্রান্ত হয়। সে সময় কেউ যে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে তার কোনো উপায় ছিল না। ভয়ংকর সে সময়ে সারা বাংলা জুড়ে সন্ত্রাস কায়েম হয়েছিল। মানুষ ছিলেন বাক্‌রুদ্ধ! চারদিকে বোমা ফাটিয়ে কালনা শহরকে সন্ত্রস্ত করে তোলা হয়েছিল। পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও সেদিন পুলিশ পিনাকীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। পুলিশ তার উপর দিয়ে জিপ চালিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করেছিল। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ উদ্ধার করে কালনা থানার পুলিশ। পিনাকী চক্রবর্তীর স্মরণে এদিন স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জি প্রমুখ।

তৃণমূল কর্মীদের মারে জখম বিজেপি-র নেতা-কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২ আগস্ট : বানভাসি এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জামালপুরে তৃণমূল কর্মীদের মারে জখম হল বিজেপি-র পর্যবেক্ষক সহ ১০ জন নেতা-কর্মী। এজন্য জামালপুরে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বর্ধমানের বিজেপি-র দলীয় পর্যবেক্ষক অমল বিশ্বাসের নেতৃত্বে দশ জনের একটি দল বেশ কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শনের জন্য এদিন অমরপুরে পৌঁছায়। অমরপুর এলাকায় পৌঁছতেই বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক লাঠি ও রড নিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। কয়েকজন জখম হলে জামালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করিয়ে তাঁরা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে জামালপুর থানায় এফ আই আর করেন। এজন্য পরদিন বিজেপি দলের স্থানীয় নেতৃত্ব জামালপুর ব্লকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কোন মুঘল সম্রাট আগ্রা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং কবে?
২. কেরালার কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভাকে কেন্দ্রের শাসকদল কবে ভেঙে দিয়েছিল?
৩. ভারতে বিমান ব্যবস্থা কবে জাতীয়করণ করা হয়?
৪. পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের কবে অবলুপ্তি ঘটে?
৫. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র কবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিল?
৬. কার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কবে আমেরিকার ১ কোটি ৩০ লক্ষ টেলিফোন বন্ধ রাখা হয়েছিল?
৭. অ্যাডলফ হিটলার কবে জার্মানির চ্যান্সেলর হন?
৮. অন্যায় এবং প্রকাশ্যভাবে মহারাজ নন্দকুমারের কবে কোথায় ফাঁসি হয়?
৯. ৫ আগস্ট বিখ্যাত কয়েকজন মানুষ জন্মান বিভিন্ন সালে, তাঁদের মধ্যে অন্যতমরা কে কে?
১০. দুর্গাপুরে কত সালের কোন কোন দিনে কে কে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন?
১১. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কবে কে প্রতিষ্ঠা করেন?
১২. বীরবল কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তিনি কবে জন্মান?

(উত্তর শেষের পাতায়)

তথাকথিত 'মমতা ম্যাজিক' পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের অবদানকে মুছে ফেলতে পারবে না

হরিহর ভট্টাচার্য

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের কাছে বামফ্রন্টের পরাজয়ের পর থেকেই অনবরত এই অভিযোগ চলছে যে বামফ্রন্ট, বিশেষ করে সিপিআই(এম), তার শাসনকালে রাজ্যটাকে শেষ করে দিয়ে গেছে। কথায় কথায় বলা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার নাকি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে কয়েক দশক পিছিয়ে দিয়েছে।

প্রাচীন রোমনরা বলতো, অতীতের যা কিছু সব বিজেতাদের হস্তগত। আধুনিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বলা যায়, যারা নির্বাচনে জয়লাভ করে, তাদের অধিকার আছে রাজনৈতিক মন্দের সমস্ত দায় পূর্বতন সরকারের উপর চাপিয়ে দেবার। কাজেই রাজনৈতিকভাবে এটা বুঝতে অসুবিধা নেই যে সুদীর্ঘ বাম শাসনের পর বর্তমান শাসকদের কৃতকার্যতা প্রমাণের সুনির্দিষ্ট উপায়টিই হল পূর্বতন সরকারের তুলনায় তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি।

সঠিক পশ্চাৎদৃষ্টি সহকারে একটি শাসনকালের গুণ ও দোষের সঠিক বিচার-বিশ্লেষণে ব্যর্থতার কারণেই এই বিচিত্র লক্ষণ বারংবার প্রকটিত হচ্ছে।

সদ্যপ্রকাশিত সঞ্জয় মুখার্জীর একটি নিবন্ধ (Mamata Magic and the Masses in the Age of Populist Democracy, The Wire, 10 July, 2017) তথাকথিত 'মমতা ম্যাজিক'-এর উপর প্রায় দেবত্ব আরোপ করেছে। কাজেই বাম-শাসনকালে কী কী ঘটেছে তার প্রকৃত তথ্যাবলির উল্লেখ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রায়শই এরকম দাবি করা হয় যে বাম নেতৃত্ব ছিল প্রধানত বাঙালি ভদ্রলোকদের হাতে এবং একমাত্র এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের এই করুণ অবস্থা। এই দাবি একটি যুক্তিযুক্ত সমস্যাকে নির্দেশ করলেও তার অতিসরলীকৃত উপস্থাপনা এই গতানুগতিক বাচনকেই যথার্থতা দেয় যে কীভাবে বামপন্থী বাঙালি ভদ্রলোকেরা পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করেছে এবং বলা যায়, কীভাবে 'তৃণমূল ভদ্রলোকেরা' পশ্চিমবঙ্গকে পুনরুদ্ধার করছে।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা আর একটু বেশি ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন উনবিংশ শতাব্দীর একটি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন প্রধান বর্ণের মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভদ্রলোক শ্রেণি বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বিভিন্ন ধারার রাজনীতির নেতৃত্ব দখল করে নেয়। এই সব বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। আন্তনিও গ্রামসি বহুকাল আগেই এই ধরনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

১৯৭০ সাল থেকে পাশবিক কর্তৃত্ববাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৭২-৭৭)-এর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান বাংলার বাম-অনুরাগী 'ভদ্রলোক'-রাই নেতৃত্ব দিয়েছে। লক্ষ্য ছিল এই 'কঠিন' রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ফিরিয়ে আনা এবং তৎকালীন কংগ্রেস সরকার যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে রেখেছিল তাকে আবার চালু করা। পশ্চিমবঙ্গে সার্থক ভূমি-সংস্কার ও ১৯৭৮ সাল থেকে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার পত্তনকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের খ্যাতিমান বিদ্বজ্জনেরা বস্তুনিষ্ঠ বিচারে অসামান্য সাফল্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তী তিন দশক ধরে এর সুফল গ্রাম-বাংলার মানুষ ভোগ করেছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। বাম-বিরোধিতায় উদ্দাম সমালোচকদের কাছে এই সংস্কার যতই অ-ভদ্র কাজ হোক না কেন, তা তখন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য।

পরিসংখ্যানবিদ রাজীব মালহোত্রা সম্প্রতি (২০১৪) ১০,০০০ জনসংখ্যার পরিমাপকে একক হিসাবে ধরে প্রতি দশ বছর অন্তর ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে সরকারি নীতির সামগ্রিক কার্যকারিতার একটি সামগ্রিক সূচক নির্ণয় করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সূচকের তিনি যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে দেখা যায় এ-রাজ্যে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সরকারি নীতির সামগ্রিক কার্যকারিতার সূচক জাতীয় গড়ের নিচে ছিল। কিন্তু তার পর থেকেই ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১-এর পরিমাপ অনুযায়ী তা জাতীয় গড় থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকে।

The Tata Statistical Outline of India 2014-15 অনুযায়ী দারিদ্র দূরীকরণের কাজের ক্রমিক অগ্রগতির পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯৩-৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্রসীমার নিচে জনসংখ্যা

যেখানে ছিল ৩৯.৪ শতাংশ, সেখানে ২০১১-১২ সালে তা কমে হয় ১৯.৯ শতাংশ যা জাতীয় গড় ২১.৯ শতাংশ থেকেও কম। এছাড়া বিভিন্ন Economic Survey -তেও দেখা যায় ২০০৯-১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি ঘটেছে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের চেয়েও দ্রুত হারে। এই সমস্ত পরিসংখ্যান বহু-নিন্দিত বাম- শাসনকালের উপর ভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ আলোকসম্পাত করে।

Inequality-adjusted Development Index নামে UNDP একটি মানব-উন্নয়ন সূচক তৈরি করে যার লক্ষ্য ছিল প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে মানব-উন্নয়নের পরিমাপে অসাম্যকে উন্মোচিত করা। ২০১০ সালে ভারতের ১৯টি রাজ্যের ভূমিকার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে UNDP দেখায় যে পর্যায়ক্রমে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড় থেকে এগিয়ে। কিন্তু যখনই IHDI-এর মাধ্যমে অসাম্যের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে তখনই পশ্চিমবঙ্গ উঠে আসছে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের পরেই। UNDP-র মতে IHDI-এর পরিমাপে পশ্চিমবঙ্গের এই উঠে আসার কারণ সাম্য-সংক্রান্ত উন্নততর ভূমিকা।

যা-ই হোক, ২০১১ সালে টি এম সি পি-কংগ্রেস জোটের কাছে লেফট ফ্রন্টের পরাজয়ের পূর্বে, বিশেষত বাম-শাসনের শেষের দুই দশকে, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার বিশেষ অবনতি ঘটে। রাজীব মালহোত্রার Rule of Law Index (ROLI)-এ পুলিশ-জনতা অনুপাত, লক্ষণীয় অপরাধের হার, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, মামলার নিষ্পত্তির হার প্রভৃতির মাধ্যমে তার ইঙ্গিত মেলে। ১৯৯১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার সূচকে ক্রমাবনতি ঘটে।

কিন্তু যে মূল বিষয়টির উপর এই নিবন্ধ আলোকপাত করতে চায় তা হল লেফট ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকাকে (বিশেষ করে মানবোন্নয়নের ক্ষেত্রে) যেভাবে একেবারে নাকচ করে 'মমতা ম্যাজিক'-এর উল্লাসে মাতোয়ারা করে দেবার প্রয়াস চলছে তার মাধ্যম পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনুধাবন করা যাবে না।

সায়নীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ আগস্ট : কালনা বিদ্যাসাগর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সায়নী দাসকে সংবর্ধনা জানানো হল। আয়োজক সংস্থার কর্ণধার সুব্রত পাল সায়নীর হাতে মানপত্র, স্মারক ও পঁচিশ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়ে ঘোষণা করেন, সায়নী ভবিষ্যতে পড়াশোনা এবং আরো কিছু যদি করতে চায় তাহলে তিনি আর্থিক সহায়তা নিতে তাঁর পাশে থাকবেন। এই অনুষ্ঠানে সংস্থার ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও সায়নীর বাবা-মা, এবিটিএ-র প্রবীণ নেতা সঞ্জিত ব্যানার্জি ও বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

জ্বর—ঘরে ঘরে

ডাঃ গৌতম সাহা

গতকাল রাত থেকে বাবাই-এর জ্বর, সর্দি-হাঁচি, মাথা-ব্যথা, গলায় ব্যথা। খুব কাশছে। শুকনো কাশি। চোখদুটো জ্বালা করছে। জবা ফুলের মতো রক্তাভ চোখ দুটো।

তিন দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। কখনো ঝির-ঝির করে, কখনোও বা মুষলধারে। স্কুল থেকে ফেরার পথে গত পরশু খুব ভিজেছে বাবাই।

ঘরে-ঘরে জ্বর-জ্বালা, সর্দি-কাশি লেগেই আছে এই বর্ষায়। ভাইরাল ফিভার বেশিরভাগ। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এনটেরিক ফিভার বা টাইফয়েডের প্রকোপ এই ঋতুতেই বেশি হয়ে থাকে।

ডাক্তারবাবুরাও বাদ যান না এদের আক্রমণ থেকে। কিন্তু দু-চার দিন চেম্বার বন্ধ রেখে রেস্ট নিলে চলবে কী করে! রোগীরা যাবে কোথায়? তাই ম্যাজ-ম্যাজে শরীর নিয়েও প্যারাসিটামল, অ্যান্টিঅ্যালার্জিক, অ্যান্টাসিড খেয়ে চেম্বারে বসতেই বাবাইকে নিয়ে হাজির ওর মা।

— কীরে কী নাম তোর?
— বাবাই পাল।
— কোন্ ক্লাসে পড়িস?
— স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান।
— কোন স্কুলে?
— আনন্দমার্গে।
— এবার বল, কী কষ্ট?

যদিও ওর মা সবই বলে দিয়েছেন তবুও রোগীর মুখ থেকে শুনতে চাইলাম।

— জ্বর, গলায় ব্যথা। কাশি।

থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখলাম। ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট। গলার ভেতরটা লালচে হয়ে আছে। অর্থাৎ ফ্যারিনজাইটিস। চোখ দুটো লাল, জল গড়িয়ে পড়ছে।

বললাম, "সাবাস! এই তো চাই। সহজে কাঁদবি না। সহ্য করবি। ভালো ওষুধ দিচ্ছি। মিষ্টি-মিষ্টি। দুদিনে ঠিক হয়ে যাবি।"

মুখে বললাম বটে 'দু'দিনে ঠিক হয়ে যাবি'। তবে এই ধরনের অসুস্থতা ঠিক হতে প্রায় পাঁচ থেকে সাত দিন সময় লাগে। বেশি করে জল খেতে হয়। বিশ্রামে থাকতে হয়। স্কুল কামাই হয়। হোক। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে দেব। রিজনেবল কজ থাকলে অ্যাবসেন্টিজম নিয়ে স্কুল ঝামেলা করে না।

ভাইরাস-ঘটিত জ্বরকে ভাইরাল ফিভার বলে। সাধারণত বর্ষাকালে রাইনোভাইরাস, অ্যাডেনোভাইরাস ডেঙ্গু ভাইরাস, ইত্যাদির সংক্রমণে রোগীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক উপসর্গ হিসাবে ধুম জ্বর, শীত-শীত ভাব, কখনো কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা, গা-হাত-পায়ে ব্যথা, মনে হয় কে যেন আচ্ছা করে পিটিয়েছে—এরকম মনে হয়। থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখলে তাপমাত্রা ১০২ থেকে ১০৩ ডিগ্রি, এমনকী ১০৪ ডিগ্রি ফারেন হাইট ছাড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হল— টেপিড স্পঞ্জিং ও প্যারাসিটামল সিরাপ বা ট্যাবলেট।

টেপিড স্পঞ্জিং হল— সাধারণ উষ্ণতার ট্যাপের জলের সঙ্গে ঈষদুষ্ণ জল মেশাতে হবে। দেখতে হবে মিশ্রিত জলের উষ্ণতা যেন রোগীর দেহের উষ্ণতা বা তাপমাত্রার থেকে দু-ডিগ্রি কম থাকে। যেমন রোগীর শরীরের তাপমাত্রা ২০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলে মিশ্রিত জলের তাপমাত্রা হতে হবে ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এবার সেই জলে তোয়ালে বা নরম কাপড় ভিজিয়ে রোগীর সারা গা এবং কপাল মাথা ভালো করে মুছে দিতে হবে যেন গায়ে বিন্দু বিন্দু জল লেগে থাকে। তারপর একটি তালপাতার পাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করলেই শরীরের লীনতাপ নিয়ে জলবিন্দুগুলি উবে যাবে এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসবে। যখন দেহের উষ্ণতা ৯৯ ডিগ্রির কাছাকাছি আসবে তখন স্পঞ্জিং বন্ধ করে হালকা সুতির জামা পরিয়ে দিলেই চলবে।

২) বেশি করে জল খেতে হবে। ঘন্টায় এক গ্লাস করে। এছাড়া নুন, চিনি, লেবুর সরবৎ, লিকার চা ইত্যাদি চলতে পারে।

৩) অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট বা সিরাপ। যেমন, লিভোসেট্রিজিন।

৪) অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকলে খালি পেটে বা খাবার খাওয়ার আধঘন্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে পানটোপ্রাজোল, র‍্যাবেপ্রাজোল, র‍্যানিটিডিন, ফ্যামোটিডিন ইত্যাদির যে কোনো একটা খাওয়া যেতে পারে।

৫) ভর-পেটে প্যারাসিটামল খাবেন এবং এক ঘন্টা পর দুটো অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট বা দু-চামচ অ্যান্টাসিড লিকুইড খেলে খুব ভালো হয়। সারা দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা মিলিয়ে প্যারাসিটামল তিনি থেকে চার বার অর্থাৎ ছয় থেকে আটঘন্টা অন্তর দেওয়া যেতে পারে। এর মাঝখানে জ্বর এলে অবশ্যই স্পঞ্জ করে জ্বর কমাতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর অনেক রকমের হয়। সাধারণত ডেঙ্গু জ্বর আর পাঁচটা ভাইরাল ফিভারের মতো। চিকিৎসাও এক। কারণ ডেঙ্গুও একটি ভাইরাসঘটিত অসুখ।

তবে ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার-এ ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হলে রোগীকে অবশ্যই চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করে চিকিৎসা নেওয়া উচিত। কারণ ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারে শরীরের রক্ততঞ্চনকারী অণুচক্রিকা বা প্লেটলেটের পরিমাণ অনেক কমে যায় এবং প্রয়োজন হলে প্লেটলেট ইনফিউশন দিতে হয়। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে রোগীর মুখ গা-হাত-পা ফুলে যায় এবং রোগী আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এরকম জরুরি অবস্থায় 'স্যালাইন', ইনজেকশনের মধ্য দিয়ে ওষুধ এবং প্রয়োজন হলে প্লাজমা ইনফিউশন চালু করতে হয়।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। ডেঙ্গু হলেও ভয় পাবার কিছু নেই। চিকিৎসককে দেখাবেন, তাঁর পরামর্শমতো চিকিৎসা নেবেন। দেখবেন, ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভার বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হলেও সুচিকিৎসায় অধিকাংশ রোগী আরোগ্য লাভ করে।

অনন্য মাশরুম

আব্দুস সবুর

সবুজ ফুলকপি বা ব্রকলির মতো আজও মাশরুমকে সবাই আপন করতে পারেনি। মাশরুমে রয়েছে প্রচুর পুষ্টিগুণ : (১) খুব কম পরিমাণে কোলেস্টেরল, ফ্যাট কিংবা কার্বোহাইড্রেট। মাশরুমে যে ফাইবার থাকে তা আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা কম করতে সাহায্য করে। (২) অ্যানিমিয়ার রোগীদের রক্তে আয়রণের পরিমাণ খুব কমে যায়। এর ফলে মানসিক অবসাদ, মাথার যন্ত্রণা এবং হজমের সমস্যা দেখা দেয়। মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ থাকে। যা অ্যানিমিয়ার সমস্যা দূর করে। (৩) প্রোটিন ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ ভর্তি মাশরুম ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। মাটির নিচের সব্জির বদলে এটা খাওয়া যেতেই পারে। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণ জল এবং তন্তু। (৪) প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকার জন্য আমাদের হাড়ের শক্তি বাড়াতে এবং হাড়ের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে মাশরুমের জুড়ি মেলা ভার। (৫) সব্জিতে ভিটামিন-ডি পাওয়া বেশ দুষ্কর। কিন্তু সামান্য মাশরুমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ডি। যারা নিরামিষ খান তাদের জন্য মাশরুম খুব ভালো খাবার। শরীরে ভিটামিন-ডি ঘাটতি সহজেই পূরণ করে দেয় মাশরুম। (৬) রক্তচাপের ভারসাম্য বজায় রাখতে মাশরুম খুব ভালো। রক্তচাপ ঠিক রাখার জন্যই হার্ট অ্যাটাক আর স্ট্রোক মাশরুম প্রতিরোধ করে। (৭) মাশরুম ওজন কমিয়ে পেশিবহুল শরীর তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে মাশরুম কেনার আগে কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। সব মাশরুম কিন্তু খাবারের উপযোগী নয়। যদি আপনি ভালো করে মাশরুম না চেনেন তাহলে প্যাকটে মাশরুম ছাড়া খোলা বাজারের মাশরুম কিনবেন না।

গোপ গন্তার-১ পঞ্চায়েত অফিসে উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের উপর হামলার প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩ আগস্ট : মেমারির গোপ গন্তার ১ পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে উপপ্রধানসহ পঞ্চায়েত সদস্যদের উপর হামলার প্রতিবাদে মিছিল ও পথসভা হল আজ মেমারিতে। গন্তার ও শংকরপুরের মানুষ শংকরপুর বটতলা থেকে মিছিল শুরু করে গন্তার পঞ্চায়েত অফিস হয়ে বাহাপুর মোড়ে পৌঁছে একটি সভা করে। সভায় বক্তব্য রাখেন অভিজিৎ কোঙার। উল্লেখ্য যে গত ৩১ জুলাই বিকেলে মেমারির গোপ গন্তার ১ পঞ্চায়েত অফিসে সরকারি নিয়মানুযায়ী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণের জন্য পঞ্চায়েতের সদস্যরা যখন জরুরি সভায় বসেছিলেন। সেই সময় তিরিশ চল্লিশ জন তৃণমূলের দুষ্কৃতী প্রবীর রায় ও রূপালী চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে উপপ্রধানসহ পঞ্চায়েত সদস্যদের উপর হামলা চালায়। তাদের দাবি ছিল, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও বাংলা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণের জন্য যে সরকারি নির্দেশনামা দেওয়া হয়েছে তা মানা চলবে না। তাদের দাবি অনুযায়ী যে তালিকা তারা তৈরি করে দেবে সেই তালিকা অনুসারেই ওই প্রকল্পে গৃহনির্মাণের উপভোক্তা তালিকা তৈরি করতে হবে। রাজ্যে তাদের সরকার চলছে সুতরাং তারা যা ঠিক করে দেবে পঞ্চায়েতকে তাই-ই করতে হবে! উপপ্রধান ক্ষুদিরাম কোঁড়া এই অন্যায় আব্দার না মানায় তাঁর উপর হামলা হয় সবচেয়ে বেশি। তাঁকে কিল, চড়, ঘুঁষি, থাপ্পর মারা হয়; অভিযোগ তাঁকে মারতে মারতে অফিস থেকে বের করে যখন রাস্তায় নিয়ে আসা হয় তাঁর পকেটের পাঁচ হাজার টাকা দুষ্কৃতীরা আত্মসাৎ করে। উপস্থিত পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যারও সেই সময় দৈহিক নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি। হামলাকারীরা উপপ্রধানকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ দিয়ে নিজেরাই একটি পদত্যাগ পত্র লিখে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। পুলিশ গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে। উপপ্রধান পরদিন হামলাকারীদের নামে থানায় এফআইআর করেন। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করে না। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এদিন সকালে গন্তার বাহাপুর মোড়ে দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সাধারণ মানুষ। বিকেলে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে মেমারির গোপ গন্তার ১ পঞ্চায়েতটি পরিচালিত সিপিআই(এম) দলের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা।

প্লাবন আর চাষে লোকসান কালনায় চাষিরা বিকল্প চাষের কথা ভাবছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ আগস্ট : সাম্প্রতিক একটানা বৃষ্টিতে কালনা মহকুমার শহর এবং গ্রামের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। খড়ি, বেহুলা, গঙ্গুর, বাঁকা, নিলেচকা নদীমাতৃক এই মহকুমার কয়েকটি নদীর জল কুল ছাপিয়ে জমিতে প্লাবিত হয়। ফলে সদ্য রোপন করা আমন সহ বিভিন্ন কৃষি ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়। কালনা-২ নং ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেলেনই সেতু দীর্ঘদিন জরাজীর্ণ। ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ায় বর্ধমান জেলা পরিষদের পক্ষে সাময়িক বাঁধ দিয়ে নদী পারাপারের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু নদীতে জল বাড়তেই সেই বাঁধ ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়েছে। বাধ্য হয়ে মানুষকে নদী পারাপার হতে হচ্ছে ওই চরম ঝুঁকিপূর্ণ সেতু দিয়েই। জীবনহানির আশঙ্কায় স্থানীয়রা যানবাহন উঠতে বাধা দিচ্ছেন কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে! আবার বেহুলা নদীর উপরে সর্বমঙ্গলা বাঁশের যে সেতুটি ছিল, সেতুটিও জলের তোড়ে ভেসে গেছে। সেখানেও চরম দুর্ভোগে এলাকার মানুষ। কালনা শহরের বেশ কিছু এলাকাও জলমগ্ন হয়েছিল। বাড়ি-ঘর দোকান ঘর সবই ভেসে ছিল নদীর জলে। আবার এর মধ্যেই কালনা মহকুমার পাট চাষিদের মধ্যে পাট কাটতে অনীহা দেখা দিয়েছে। মহকুমা কৃষি দপ্তরের তথ্যানুযায়ী মহকুমার পাঁচটি ব্লকে পাট চাষ হয়েছে আট হাজার হেক্টর জমিতে। গত বছর কুইন্টাল প্রতি দাম পাওয়া গিয়েছিল মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা। বৃষ্টির জল নেমে যাওয়ায় এখন আমন ধান রোপণের চরম মরশুম শুরু হয়েছে। ক্ষেতমজুর পাওয়া তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু এক বিঘা জমির পাট কাটা ও বাঁধাইয়ের খরচ চাইছে চার হাজার টাকা। তার উপর পাট জাগ দেওয়া, পচানো, ছাড়ানো ও শুকানোর জন্য খরচ হয় আরো হাজার চারেক টাকা। অথচ পাট বিক্রি করে ওই টাকা আসবে না। চাষিদের তাতেই অনীহা। সারা ভারত কৃষকসভার কালনা জোনাল সম্পাদক মহম্মদ আলিও স্বীকার করলেন একথা। বললেন, আমরা তাই দাবি তুলেছি স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে সরকারকে ফসলের সহায়ক মূল্য স্থির করতে হবে। কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে, উৎপাদন খরচের সাথে পঞ্চাশ শতাংশ যোগ করে সব ফসলের ক্ষেত্রেই সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এই মহকুমায় অতি বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে পটল, লাউ, করলা, ছাঁচি কুমড়োর মত সবজি খেতগুলো। সংশ্লিষ্ট চাষিরা তাই চরম লোকসান দেখছেন। এই লোকসানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাঁদের কয়েকজন একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পচে যাওয়া সবজির মাচাগুলো কাজে লাগিয়ে তারা সস্তায় শশা চাষে নেমেছেন। ক্ষেত পরিস্কার করে পুরানো মাচার তলায় বুনেছেন শশার বীজ। শশা চাষি কাশেম আলি জানালেন, এতে উৎপাদন খরচ নেই বললেই চলে। এই শশা উঠতে শুরু করবে পুজোর সময়। তখন ভালো দামও পাওয়া যাবে। হেসে বললেন, জানেন তো আশায় মরে চাষা! আমাদের শুধু ধান, আলু, পাট নয়- বিকল্প চাষে যেতে হবে। চাষিদের জন্য এই শ্লোগান তুলেছিল বামফ্রন্ট সরকার। এখন আমাদের কে শেখাবে সে সব! পুরনো শিক্ষা তাই এখন কাজে লাগাচ্ছি!

মেমারি পুরসভার পরিষেবা তলানিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিগত মাসখানেক ধরে মেমারি পৌরসভার বিভিন্ন অঞ্চলে ময়লা জমে জমে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার ধারে ময়লার স্তুপ হয়ে আছে। স্থানীয় দুটি স্কুলের সামনেও ময়লার পাহাড়। দুর্গন্ধে চলাফেরা করা দায়, নাকে রুমাল দিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। বাম আমলে বাগিলা গ্রামের কাছে জি টি রোডের পাশে এখানকার ডাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল ময়লা ফেলা হতো। বর্তমানে অপদার্থ পৌরসভা নিজেদের ঝগড়াঝাটি সামলাতেই ব্যস্ত। নাগরিক পরিষেবা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

এরই প্রতিবাদে সিপিআই(এম) মেমারি-১ শাখার উদ্যোগে এলাকার জনগণের একটি বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে দাবি পৌঁছে দেয় পুরসভার কাছে। মিছিলের শেষে বক্তব্য রাখেন পিযুষ বিশ্বাস এবং প্রশান্ত কুমার।

কালনা কলেজে শহিদবেদী ভাঙার প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ৪ আগস্ট ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে কালনায় ছাত্রযুবরা মধুবনে জমায়েত হয়ে বৈদ্যপুর মোড়ে একটি সভা করে টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্তি বন্ধ, শিক্ষাকেন্দ্রে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মিড-ডে মিলে অর্থবরাদ্দ বাড়ানো ইত্যাদি ১৩ দফা দাবিতে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। ছাত্রদের অন্যতম দাবি ছিল সম্প্রতি কালনা কলেজে ছাত্রনেতা সুশোভন মুখার্জির স্মরণে শহিদবেদীটি কে বা কারা ভেঙে দিয়েছে এই ঘটনার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং শহিদবেদীটির পুনর্নির্মাণ করতে হবে। ১৩ দফা দাবিতে তারা মিছিল করে কালনা শহর পরিক্রমা করে। বৈদ্যপুর মোড়ে সভা হয়। ছাত্র প্রতিনিধিদের একটি দল কালনা মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে যায়। মহকুমা শাসকের অনুপস্থিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশচন্দ্র বিশ্বাস

স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে গত ৩১ জুলাই-ও তারা এই দাবিতেই একটি পথসভা করেছিল। ছাত্র-যুবদের বক্তব্য বর্তমান কালনা কলেজ কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারেই টিএমসিপি পরিচালিত ছাত্র সংসদই এই কাজ করেছে। ১৯৮৫ সালের ১৫ মার্চ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন এসএফআই নেতা সুশোভন মুখার্জি বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দ্বারা কালনা কলেজ প্রাঙ্গণে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরদিন কলকাতার নীলরতন হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ আগস্ট : মোবাইলে কথা বলতে বলতে কাটোয়া-ব্যাণ্ডেল শাখার রেললাইন ধরে হাঁটছিলেন পেশায় খেতমজুর কৃষ্ণ কীর্তনিয়া (৪৫)। বাড়ি কালনা থানার ধর্মডাঙ্গা গ্রামে। বাজার করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। পিছন থেকে ট্রেন এসে ধাক্কা মারে। কালনা হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সাইকেল নিয়ে বন্ধ লেবেল ক্রশিং পার হতে গিয়ে ট্রেনের চাকায় পা খোয়ালেন এক মহিলা ব্যাঙ্ক কর্মী। গুরুতর জখম শুক্লা নন্দী এখন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে এই ঘটনার পরেও মেমারিতে বন্ধ হয়নি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লেবেল ক্রশিং পারাবার। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মেমারির নবপল্লী এলাকায় বাড়ি তার। ৫ তারিখ বিকালে ছুটির পর সাইকেল নিয়ে তিনি মেমারি বাজারের বন্ধ লেবেল ক্রশিং পার হতে যান। ওই সময় ট্রেন এসে যায়। ট্রেনের ধাক্কায় পড়ে গেলে ট্রেনের চাকা তাঁর ডান পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে বর্ধমান হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ আগস্ট : কেরোসিন ও গ্যাসে ভর্তুকি রদ, ব্যাঙ্কে জমাকৃত টাকায় সুদ কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি একটার পর একটা জনবিরোধী পদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) কালনা ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন সেনেরডাঙ্গা ও বৈদ্যপুরে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন নবকুমার বাগ, জয়দীপ ভট্টাচার্য, তপন চ্যাটার্জি প্রমুখ। দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে মহম্মদ শাহ ও কাজী নুরুল ইসলাম।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

ইতিহাসের পাতায়

—প্রথম পাতার পর

ভাড়া মাত্র কুড়ি টাকা। সেখানে এখন বাসে লাগে প্রায় দু ঘন্টা। ভাড়া ৪০ টাকা। এখানেই কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বাস মালিকদের। প্রতিদিন চলবে দশ জোড়া ট্রেন। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ এবং হাওড়ার সাথে যোগাযোগ দ্রুত হবে।

১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ কোম্পানি ম্যাকলয়েড লাইট রেলওয়েজ এই রেলপথ চালু করে। ১৯৬৭ সালের ১ জুলাই দক্ষিণপূর্ব রেলের সঙ্গে এই রেলপথ সংযুক্ত হয়। কয়লার ইঞ্জিনে চলা এই ছোট লাইনে লোকসানের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার সাথে সাথে কয়লা যোগানের স্বার্থে একে ব্রডগেজ তৈরি করার প্রস্তাব পাঠায় কেন্দ্রে। তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ২০০৬ সালে ২৪৫.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে কাজের সূচনা করেন। প্রথম ধাপে ২০১২ সালের ২৮ জুলাই বর্ধমান-বলগোনা ব্রডগেজ চালু হয়। এবার চালু হবে বর্ধমান-কাটোয়া ব্রডগেজ। বহুদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় এলাকার মানুষ এবারের স্বাধীনতা দিবসকে অন্য স্বাদে পালন করতে চায়। যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় মানুষ জমি দিয়েছে। কর্মসংস্থানের স্বার্থেই তাপবিদ্যুৎ চায়। সেইসঙ্গে কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার খবরে নানা প্রশ্ন ঘুরছে। যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের হাত ধরে এই সুখ সামনে এল তা কি সত্যিই বন্ধ হবে? উত্তর খুঁজছেন মানুষ।

বিকাশ চৌধুরীকে স্মরণ

—প্রথম পাতার পর

কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য গ্রাম এবং শ্রমিক বস্তি ও ধাওরাতে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে তিনি কাজ করতেন। তাঁর সহজ সরল জীবন সকলকে প্রভবিত করেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দলের অফিসেই জীবন কাটিয়েছেন। ২০০৫ সালের এই দিনে তিনি প্রয়াত হন।

উন্নয়নের স্বার্থে বামফ্রন্ট ফিরে আসুক

—প্রথম পাতার পর

সমর্থনে জোর প্রচার চলছে।

দুর্গাপুর নগর নিগম নির্বাচনে ৪নং ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলার (তৃণমূল) নিজের ওয়ার্ড ছেড়ে অন্যত্র প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ওয়ার্ডের অনুন্নয়নের অভিযোগের তালিকা তাড়া করে ফিরছে শাসক দল তৃণমূলকে। বিগত দিনে ইস্পাতপল্লী, নতুন পল্লী, নাগার্জুন বস্তি, দেশবন্ধু ভবন বস্তি সহ বিশাল এলাকায় বামফ্রন্ট পরিচালিত নগর নিগম যেভাবে রাস্তাঘাট, পাণীয় জল, বিদ্যুৎ সহ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছিল তা আজও মানুষের স্মরণে রয়েছে। কিন্তু বর্তমান তৃণমূলের সময়ে সেই উন্নয়নের বিশেষ কিছুই হয়নি বলে মানুষের অভিযোগ। বিশেষ করে গরিব মানুষের বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রে এই অভিযোগ প্রবল। অধিবাসীদের অভিযোগ এই ওয়ার্ডের বিদ্যাপতি, জয়দেব এবং ভারতী রোড সংলগ্ন অঞ্চলে রাস্তাঘাট ভেঙেচুরে গেছে, পাণীয় জলের সমস্যা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কোয়ার্টারে বসবাসকারী অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের শ্রমিকদের অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারীকরণের নামে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে, অথচ রাজ্যে তৃণমূলের সরকার এ বিষয়ে চুপ করে আছে।

সিআইটিইউ সহ বামপন্থী ও. অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে। দুর্গাপুর পৌর ভোটে কারখানা বাঁচানোর আন্দোলন তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুরের ৪নং ওয়ার্ডের এই ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ওয়ার্ডে বামফ্রন্টের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন সিপিআই(এম) দলের বিশ্বজিৎ চৌধুরী। তরুণ এই যুব নেতাকে নিয়ে সারা এলাকা চষে ফেলছেন বামফ্রন্টের কর্মীরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা ভোটারদের সাথে কথা বলছেন। কোয়ার্টার থেকে বস্তি, শ্রমিক থেকে দিন মজুর ইস্পাতনগরীর সকলের হাতে হাতে ঘুরছে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার। ইস্পাতনগরীকে সব রকমের দুর্নীতি থেকে মুক্ত করা, পাণীয় জল ও রাস্তা মেরামতির কাজকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবছেন। সকলেই সুষ্ঠু ভোটের দাবি জানাচ্ছেন। রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। বামফ্রন্টের ৮ জন প্রার্থী এবং কংগ্রেসের দুই জন প্রার্থীর সাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের কাছে। অভিযোগ পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ারের পোশাক পরিয়ে শাসক দলের পক্ষে ভোট লুটের প্রশিক্ষণ নাকি দেওয়া হচ্ছে। ২০ নং বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ এবং পুলিশ কমিশনারেট সংলগ্ন রাস্তায় সম্প্রতি সিপিআই(এম) হয়ে ইভিএম কমিশনিংয়ের কাজে যাবার আগের দিন এক কর্মীকে ধরে বেদম প্রহার করা হয়। ১নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্টের মহিলা প্রার্থী জয়শ্রী দে বিশ্বাসকে প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। ৪০ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী অনিতা সরকারের কোয়ার্টারে বোমাবাজি করেছে শাসক আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে ২৩ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে। ২ আগস্ট মধ্য রাতে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের এম.এ.এম.সি বি টু বাজার সংলগ্ন ত্রিকোণ পার্কের কোয়ার্টারের সামনে তিন রাউন্ড ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারিং করে শাসক আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। প্রার্থীর বৃদ্ধ বাবা ও প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এলে বাইকে চেপে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরদিন সকালে তার কোয়ার্টারের সামনে তিনটি কার্তুজের খোল পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে ফোন করেন স্থানীয় এলাকাবাসী। উপস্থিত হয় সিপিআই(এম) পার্টি নেতা পঙ্কজ রায় সরকার সহ নেতৃবৃন্দ। পড়ে থাকা

কার্তুজের খোল উদ্ধার করেন পুলিশ আধিকারিকরা।

দুর্গাপুরের মানুষ শাসকের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে বাম প্রার্থী সমর্থকদের সামনে পেয়ে। মানুষের সমর্থন পেয়ে উজ্জীবিত হচ্ছে প্রার্থী থেকে কর্মী সমর্থক সবাই। এই লড়াইকে আরো তীব্র করতে ৬ আগস্ট দুর্গাপুরে তিনিট জনসভা করেন শিলিগুড়ির লড়াকু নেতা অশোক ভট্টাচার্য। তিনি মনে করেন শিলিগুড়িতে মানুষ যেভাবে ভোট লুঠেরাদের রুখে দিয়ে স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বোর্ড গঠন করেছে তারই প্রতিফলন হবে দুর্গাপুরেও। ১৩ আগস্ট নিজের ভোট নিজে দিয়ে শান্তিপ্রিয় দুর্গাপুরবাসী গঠন করবে মানুষের ভরসার পৌর বোর্ড।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ঔরঙ্গজেব, ১৬৫৮ সালের ৩১ জুলাই। ২. ১৯৫৯ সালের ৩১ জুলাই। ৩. ১৯৫৩ সালের ১ আগস্ট। ৪. ১৯৬৯ সালের ১ আগস্ট। ৫. ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট। ৬. বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল-এর মৃত্যুর কারণে। ১৯২২ সালের ২ আগস্ট। ৭. ১৯৩৪ সালের ৩ আগস্ট। ৮. ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট, খিদিরপুরের কুলিবাজারের মোড়ে। ৯. সাহিত্যিক গী দ্য মোপাসাঁ, কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমদ, হরেকৃষ্ণ কোঙার, মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং প্রমুখ। ১০. ১৯৬৬ সালের ৫ এবং ৬ আগস্ট আবদুল জব্বার এবং আশিষ দাশগুপ্ত নিহত হন। ১১. ১৮২৯ সালের ৭ আগস্ট প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১২. সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী, ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা